بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৪ পৌষ ১৪২২
১৮ ডিসেম্বর ২০১৫

বাণী

অভিবাসী কর্মীদের মর্যাদা প্রদান, তাঁদের অধিকার সংরক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ জাতিসংঘ ২০০০ সাল থেকে প্রতিবছর ১৮ ডিসেম্বর 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' পালন করে আসছে। বাংলাদেশও প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করছে। এ দিবস উপলক্ষে আমি প্রবাসে কর্মরত সকল বাংলাদেশী অভিবাসী ভাই-বোন ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমাদের বিকাশমান অর্থনীতিতে অভিবাসীগণ অন্যতম সহায়ক শক্তি। তাঁরা কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণ করে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অপরিসীম অবদান রাখছে। অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ, তাদের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সর্বোত্তম ব্যবহার এবং তাদের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে স্বচ্ছ ও গতিশীল করতে আমাদের সরকার বিভিন্নমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমরা বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করেছি। অভিবাসী কর্মীদের স্বার্থরক্ষা ও অধিকতর সেবা প্রদানের জন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম উইং-এ অধিক সংখ্যক জনবল পদায়ন করা হয়েছে। নতুন নতুন মিশন খোলা হচ্ছে। বিদেশ গমনেচ্ছুক কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা বিদেশে কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে ডাটাবেজ প্রস্তুত করেছি। বিদেশগামী প্রত্যেক কর্মীকে আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্টসহ বায়োমেট্রিক ডাটাসমৃদ্ধ 'স্মার্টকার্ড' প্রদান করছি। প্রবাসী নারী কর্মীদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত হওয়ার ফলে নারী কর্মীদের বিদেশে যাওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে গত সাত বছরে বিদেশে ৩৩ লাখ ৬৭ হাজার ৫২৩ জন লোকের চাকুরি হয়েছে।

আমরা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছি। এ ব্যাংক হতে অভিবাসী কর্মীগণ সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণ করতে পারছেন। প্রবাসীদের মূল্যবান রেমিটেন্স প্রেরণও সহজ, সাশ্রয়ী ও নিরাপদ হয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান বেকারত্ব দূরীকরণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

বিদেশে কর্মরত কর্মীদের এবং দেশে অবস্থানরত তাদের পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত করার মধ্যেই এ দিবসের তাৎপর্য নিহিত। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারের পাশাপাশি আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিদেশে শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী সৃষ্টি, অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে আরও বেশী নিবেদিত হবে।

অভিবাসীগণ সততা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করবেন এ প্রত্যাশা করছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে সক্ষম হব।

আমি আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।